সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

বিশ্বনন্দিত আরব সাহিত্যিক
শায়খ মাহমূদ আলমিসরী আবু আম্মার সংকলিত

صَحَابِيَاتٌ حَوْلَ الرَّسُوْلِ ﷺ

এর অনুবাদ

মহীয়সী নারী সাহাবীদের আলোকিত জীবন

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
অনূদিত

◆

সম্পাদনা
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম মহীয়সী নারী সাহাবীদের আলোকিত জীবন
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+8801733211499

উত্তরা বিক্রয়কেন্দ্র : বাড়ি ২৭, রোড ১৮, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৮ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্র্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : জিলকদ ১৪৩৯ / আগস্ট ২০১৮
প্রচ্ছদ ■ সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-92292-6-1

মূল্য ■ ৳৯০০.০০ (নয় শত টাকা মাত্র)

USD 24.95

অনলাইন পরিবেশক
www.wafilife.com; www.rokomari.com
www.khidmahshop.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

নারী—স্রষ্টার এক অপূর্ব সৃষ্টি। আল্লাহ নিজেই তার পরিচয় প্রকাশ করতে গিয়ে তার নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে একটি নিদর্শন স্ত্রীজাতি। তারা যে স্রষ্টার নিদর্শন—তাদের অনেকেই এটা সঠিকভাবে অনুধাবন করে না। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে নিজেদের ভূমিকা হৃদয়াঙ্গম করতেও সক্ষম হয় না। ইসলামের শ্বাশত সৌন্দর্য থেকে মুখ ফিরিয়ে আধুনিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। স্বভাবতই সন্তানের ওপর এর প্রভাব পড়ে। আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর হয়েও নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য সন্তান আল্লাহ-বিমুখ হয়ে ওঠে। আখিরাত-চিন্তা থেকে দূরে সরে দুনিয়ার মোহে নিজেদের নিমজ্জিত করে। এর মূল কারণ, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং প্রথম যুগের মুসলমান নারীদের সংগ্রাম, ত্যাগ ও একনিষ্ঠতা সম্পর্কে অধ্যয়ন না করা।

যদিও বলা হয়, এখন নারীরা আরও বেশি স্বাধীন; কিন্তু পাশ্চাত্যের এই বল্গাহীন স্বাধীনতা তাদের চরিত্রহীনতা ও বেহায়াপনার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নারীর স্বাধীনতা নারিত্বেই, কখনো পুরুষত্ব অর্জনের মধ্যে নয়। নারী-পুরুষ দু-টি ভিন্ন সৃষ্টি। মানুষের আদলে ভিন্ন মানুষ। তাদের গঠনে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি মন-মানসিকতায় রয়েছে নানাবিধ জটিল বৈষম্য। এ বৈষম্য দূর করাই অধিকার আদায় নয়; বরং এই বৈষম্যের সঠিক ব্যবহারই স্বাধীনতা। ইসলাম এই স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ সীমার সঠিক মাত্রা কেবল আদর্শিক ব্যক্তিদের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব—যারা ছিলেন রাসূল সা.-এর নিকটতম—মহীয়সী নারী সাহাবীগণ। এজন্য তাদের জীবনী জানা অপরিহার্য। রাসূল সা.-এর অনুসরণ ও অনুকরণের তারা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন, সেটাই একজন মুসলিম নারীর জন্য আদর্শ।

এ লক্ষ্যেই আমাদের বর্তমান আয়োজন আরবী ভাষার বিখ্যাত গ্রন্থ *সাহাবিয়্যাত হাওলার রাসূল*-এর অনূদিত রূপ *মহীয়সী নারী সাহাবীদের আলোকিত জীবন*। কিতাবটির মূল রচয়িতা মিসরের আল্লামা শায়খ মাহমূদ আল-মিসরী হাফিযাহুল্লাহ। এটি তার অনন্য কীর্তি। দয়ার্দ্র হৃদয়ে লেখক নারী সাহাবীদের নিয়ে বইটি লিখেছেন এ যুগের নারীদের উদ্দেশ্যেই। তিনি মুসলিমজাতির নারীদের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে ইতিহাসের এই সোনালী অধ্যায়ে কলম ধরেছেন। আল্লাহ লেখকের কলমে ও হায়াতে বরকত দান করুন।

কিতাবটি বাংলাভাষীদের জন্য অনুবাদ করেছেন এদেশে অন্যতম তরুণ কীর্তিমান লেখক ও অনুবাদক মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক সাহেব। ইতিমধ্যে তার ত্রিশোর্ধ্ব মৌলিক ও অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যা পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। আমরা আশা করি, তথ্যসমৃদ্ধ ও সহজবোধ্য ভাষায় অনুবাদকৃত এ কিতাবটিও ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পাবে। ইনশাআল্লাহ, কালের পরিক্রমায় এটি এদেশের মুসলমানদের জন্য ইসলামের পথে আরও অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা এ অনুবাদ কবুল করুন। যারা কিতাবটি প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর অসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০

১৮ জিলকদ ১৪৩৯
০১ আগস্ট ২০১৮

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির মূলে আল্লাহ তা'আলার রয়েছে মহাপরিকল্পনা। আর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নারী ও পুরুষ হলো প্রধান সিপাহসালার। ইসলামের সূচনা থেকে নারীজাতির ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। সুপ্রাচীনকাল থেকেই নারীসমাজ ইসলাম প্রচার, প্রসার ও সভ্যতার বিকাশে রেখেছেন অনন্য অবদান। যার স্বর্ণোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন নারী সাহাবীগণ রাযিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুন্না।

সৃষ্টির শুরু থেকেই নারীজাতি হিরন্ময়ী। বিপ্লবী অগ্রযাত্রার দুর্দমনীয় সহযাত্রী। পুরুষের অলঙ্কার, দুঃসময়ের প্রশান্তিদায়ী, দুর্যোগের অনুপ্রেরণা, সমাজসভ্যতার ধারা অক্ষুণ্ন রক্ষাকারী কন্যা, জায়া ও জননী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের অগ্রযাত্রা বেগবান ও স্বতঃস্ফূর্ততা রক্ষার অক্লান্ত রণসঙ্গী। নারী সাহাবীরা এক চেতনা, কর্মস্পৃহা রচনায় শাণিত অনুপ্রেরণা। ভোগের পণ্য নয়; সৃষ্টির অপার মহিমা। স্বপ্ন, আশা, ভালোবাসা এবং উন্নত সভ্যতার এক অতুল সূতিকাগার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবপূর্ব সময়ের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই; জাহেলী যুগ—যা বিশেষভাবে আরববাসী এবং সাধারণভাবে পুরো জগতবাসী যাপন করছিল; কারণ, সেটা ছিল রাসূলদের বিরতি ও পূর্বের হিদায়াত বিস্মৃতির যুগ। হাদীসের ভাষ্যমতে, 'আল্লাহ তা'আলা তাদের দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং আরব ও অনারব সবার ওপর তিনি গোস্বা করলেন, তবে অবশিষ্ট কতক আহলে কিতাব ব্যতীত।'[১] এ সময় নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ও সাধারণভাবে খুব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন ছিল। বিশেষত আরবসমাজে। আরবরা কন্যা সন্তানের জন্মকে

[১] সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৮৬৭/৫১১৩।

অপছন্দ করত। তাদের অনেকে মেয়েকে জ্যান্ত দাফন করত; যেন মাটির নিচে তার মৃত্যু ঘটে। আবার অনেকে অসম্মান ও লাঞ্ছনার জীবন-যাপনে মেয়েকে বাধ্য করত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হতো, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়, আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে সে দুঃখে সে কওম থেকে আত্মগোপন করে। অপমানসত্ত্বেও কি একে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রাখ, তারা যা ফয়সালা করে তা কতই না মন্দ!'[২]

ইসলাম এসে নারীর ওপর থেকে এসব যুলুম দূরীভূত করেছে, তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে পুরুষদের ন্যায় মনুষ্য অধিকার। ইসলাম বলেছে : নারী কেবলই জননী কিংবা ধাত্রী নন, গতিময় অভিসারী সমাজের সহযাত্রী। যুগ পরম্পরায় নারী সাহাবীদের কীর্তির সরব উপস্থিতি কর্মোদ্দীপনার সুরে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। তারা শুধু রমণীই নয়, ইতিহাসের জননী। ইতিহাসের হাজারও রওনকে নারীর আছে নিদাগসম প্রখরতা, অগ্নিঝরা বিদ্রোহী কাব্যে গতির উর্মিমালা। নারী উপমা-উৎপ্রেক্ষার স্তম্ভ, অনুজ প্রজন্মের আলোকচ্ছটার প্রতিবিম্ব। তারা আছেন কাব্য-কবিতায়, সমাজ বিনির্মাণের সৃষ্টিশীল গল্পে-স্বমহিমায়। নারী দুর্গম গিরিখাদে পুরুষের উদ্দীপনা, দরিদ্রক্লিষ্ট গৃহকর্তার সান্ত্বনার আসমানসম শামিয়ানা।

আযওয়াযে মুতাহ্হারাত যেদিন থেকে রাসূলুল্লাহর সাথে বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ হন এবং আল্লাহ তাদেরকে 'মুমিনদের মা' বলে ঘোষণা দেন, সেদিন থেকেই জগতের সকল মুসলিমের অন্তরে তারা এক বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের আসন লাভ করেছেন। প্রতিটি মুসলিম নর-নারী মায়ের থেকেও বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখে এসেছেন। মুসলিম উম্মার নিকট থেকে তারা যে মর্যাদার আসন লাভ করেছেন, বিশ্বের নারীজাতির ইতিহাসে তা অতুলনীয়।

উম্মাহাতুল মুমিনীন ও নারী সাহাবীগণের সুন্দর গুণাবলী ও মর্যাদা সম্পর্কে গভীর চিন্তা করলে অনুমিত হয় যে, তারা ইলম, ন্যায়পরায়ণতা, জিহাদ ও অন্যান্য সব কল্যাণকর কাজে ছিলেন সর্বাধিক অগ্রগামী। ফলে তারা তাদের

[২] সূরা নাহল : আয়াত ৫৮-৫৯।

পূর্ববর্তীদের ছাড়িয়ে গেছেন আর পরবর্তীদের হারিয়ে দিয়েছেন, অভীষ্ট লক্ষ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সর্বোচ্চ সম্মান অর্জন করেছিলেন। তারাই ছিলেন আমাদের পর্যন্ত ইসলাম পৌঁছানোর এবং সব ধরনের কল্যাণ ও হিদায়াতের মাধ্যম। তাদের মাধ্যমেই আমরা সৌভাগ্য ও নাজাত লাভ করেছি। কিয়ামত পর্যন্ত উম্মত তাদের ইলম, তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও জিহাদের অবশিষ্ট কল্যাণপ্রাপ্ত হবেন। তাদের মাধ্যম ব্যতীত কেউ কোনো কল্যাণকর ইলমপ্রাপ্ত হবে না। তাদের মাধ্যমেই আমরা ইলম পেয়েছি। তাদের জিহাদ ও বিজয় ব্যতীত আমরা পৃথিবীর বুকে নিরাপদে বসবাস করতে পারতাম না। ন্যায়পরায়ণ ও হিদায়াতের ওপর অধিষ্ঠিত কোনো ইমাম বা শাসক তাদের দ্বারা প্রাপ্ত মাধ্যম ব্যতীত শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারত না। তাদের কৃত আমল ছাড়াও কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের আমলের একটি অংশ তারা প্রাপ্ত হবেন।

ইসলামের প্রথম যুগের এই সুযোগ্য নারীরা তাদের সন্তানদের এমন যোগ্য করে গড়ে তোলেন যে, বিশ্ববাসী অবাক-বিস্ময়ে তাদের কর্মকাণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখে। তারা ইসলামকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন। খিলাফতের প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র পরিচালনা, সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা, সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন; মোটকথা, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এমন সব উদাহরণ পেশ করেন, যা আজও মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করে।

আলোচ্য গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটতম তেত্রিশ জন নারী সাহাবীর ঈমানদীপ্ত জীবনী উঠে এসেছে। আশা করি, তাদের জীবনচরিত শুনে অন্তর প্রশান্ত হবে, ইলমের মজলিস ও পাঠালয় সুসজ্জিত হবে। কেনই-বা হবে না; তারা তো ছিলেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা, সর্বোত্তম মানুষ, সর্বোত্তম উম্মত—যাদেরকে মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে, সম্মান ও ফযীলতের অধিকারী, উচ্চ স্তর ও ইসলাম গ্রহণে তারাই ছিলেন অগ্রগামী। তারা তো এমন লোক, আল্লাহ তাদেরই অন্তরগুলোকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন, তারাই তো ছিলেন প্রকৃত বিচক্ষণ জ্ঞানী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। তাদের রব তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিচ্ছেন রহমত ও সন্তুষ্টির এবং এমন জান্নাতসমূহের যাতে রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী নেয়ামত।

এবার মূল গ্রন্থ সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা নেওয়া যাক। *মহীয়সী নারী সাহাবীদের আলোকিত জীবন* মূলত শায়খ মাহমূদ আল মিসরী আবু আম্মার সংকলিত আরবী ভাষার বিখ্যাত গ্রন্থ *সাহাবিয়্যাত হাওলার রাসূল*-এর অনূদিত রূপ। গ্রন্থটি ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের কায়রো থেকে প্রকাশ করেছে বিশ্বনন্দিত প্রকাশনা সংস্থা মাকতাবাতুস সাফা। আমাদের দেশের প্রতিশ্রুতিশীল প্রকাশনী *মাকতাবাতুল ফুরকান* গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ প্রকাশনাকে কবুল করুন।

প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয় পাঠকদের জানিয়ে রাখছি, *সাহাবিয়্যাত হাওলার রাসূল* যেহেতু আরবীভাষীদের উদ্দেশ্যে লিখিত, এছাড়া সম্মানীত গ্রন্থকার একজন বিশ্ববরেণ্য দাঈ, মুবাল্লিগ ও খতীব; তাই বইটি সেই স্থান-পাত্রের বিবেচনাতেই লিখিত। মুখোমুখী আলোচনার ভঙ্গিতে অত্যন্ত দরদমেশানো ধাঁচে সংকলিত হয়েছে মূল বইটি। এমতাবস্থায় বাংলাভাষী পাঠকদের মন-মনন, পাঠাভ্যাস ও পরিভাষা-ধারণাকে সামনে রেখে আমাদের অনুবাদ করতে হয়েছে। অনুবাদ যথাসাধ্য সাবলীল ও সরল রাখার চেষ্টা করেছি। তথাপি মানুষ তার উৎসমূলের বাইরে নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। এতে অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসামঞ্জস্যতা, অসংলগ্নতা, বাতুলতা, বাক্য বা শব্দপ্রয়োগে জটিলতা কিংবা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। এগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

সাহাবায়ে কেরামের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের প্রশংসা করা, তাদের সম্মান করা, তাদের ভালোবাসা এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়েছে। আর তাদের জীবনী অধ্যয়ন আমাদের উল্লিখিত নির্দেশাবলী পালনে উৎসাহিত করে তুলবে, ইনশাআল্লাহ।

মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
শিক্ষক, মাদরাসাতুল মানসুর
গাজীপুর

৩০ জুলাই ২০১৮ খ্রি.

সূচিপত্র

১। খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রা. ১৩
২। সাওদা বিনতে যামআ রা. ৬৬
৩। আয়েশা বিনতে আবি বকর রা. ৮৩
৪। হাফসা বিনতে উমর রা. ১৭০
৫। যায়নাব বিনতে খুযাইমা রা. ১৮৩
৬। উম্মে সালামা রা. ১৮৯
৭। যায়নাব বিনতে জাহাশ রা. ২০৪
৮। জুয়াইরিয়া বিনতুল হারিস রা. ২১৯
৯। রামালাহ বিনতে আবি সুফইয়ান রা. ২৩৬
১০। সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই রা. ২৪৫
১১। মাইমূনা বিনতুল হারিস রা. ২৬০
১২। ফাতিমা বিনতে রাসূলিল্লাহ সা. ২৬৭
১৩। হালীমা সা'দিয়া রা. ৩১০
১৪। উম্মে আইমান রা. ৩১৬
১৫। ফাতিমা বিনতে আসাদ রা. ৩২৯
১৬। উম্মে সুলাইম রা. ৩৩৯
১৭। উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা রা. ৩৪৮
১৮। উম্মে উমারা রা. ৩৫৭
১৯। আসমা বিনতে আবি বকর রা. ৩৭৩
২০। উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. ৩৯৫
২১। কাবাশাহ বিনতে রাফে' রা. ৪০৪
২২। সুমাইয়া বিনতে খুবাত রা. ৪১৪
২৩। সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব রা. ৪২৩
২৪। আতিকা বিনতে যায়িদ রা. ৪৩১
২৫। আসমা বিনতে উমাইস রা. ৪৪৪
২৬। উম্মে শুরাইক রা. ৪৫৫
২৭। উমামা বিনতে আবিল আস রা. ৪৬২
২৮। রুবায়্যি বিনতে মুআওবিয রা. ৪৭১
২৯। উম্মুল ফযল লুবাবা বিনতুল হারিস রা. ৪৮২
৩০। খানসা রা. ৫০০
৩১। উম্মে মা'বাদ আল খাযাইয়া রা. ৫০৭
৩২। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা রা. ৫১৫
৩৩। হিন্দ বিনতে উতবা রা. ৫২৩

খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রা.

বিশ্বের সকল নারীর নেত্রী

তিনি নববী আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই পবিত্রতা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, সংযম ও আল্লাহভীতির এক অনন্য প্রতিচ্ছবি। এমন পুষ্পের মতো মোহিনী তিনি—যাঁর সুবাসে গোটা বিশ্বজগত মাতোয়ারা। যে ফুলে বিরাজ করে ঈমান, ত্যাগ, উৎসর্গ ও কুরবানীর ভুবনজুড়ানো সৌরভ।

তিনি এমন ব্যক্তি—নারীদের মধ্যে যিনি সর্বাগ্রে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছেন। প্রথম তিনিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাথে নামায পড়েছেন। তিনিই প্রথম নারী যাঁর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনিই প্রথম সৌভাগ্যবতী—যাঁকে রাসূলের সহধর্মিণীদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা প্রথম তার কাছেই সালাম পাঠান। মুমিন নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম খাঁটি ঈমানদার ও সত্যসন্ধানী মহীয়সী নারী। তার জীবদ্দশায় তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একমাত্র স্ত্রী। মক্কায় প্রথম তাকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাফন করার জন্য কবরে নামেন। এমন কঠিন সময়ে তিনি ঈমান আনেন—যখন জগতবাসী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করে বসে। এমন দুঃসময়ে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃতি দেন—সবাই যখন তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিচ্ছিল। নিজের ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ব্যয় করেছেন এমন দুঃসময়ে, দুনিয়ার মানুষ যখন তার থেকে হাত ফিরিয়ে বঞ্চিত করেছিল। তার গর্ভে আল্লাহ তা'আলা রাসূলের সন্তান দান করেন।

বুদ্ধিমতী, অতি সম্মানিতা, ধর্মপরায়ণা, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিণী এক ভদ্রমহিলা তিনি। জাহিলী যুগেই যাঁর উপাধি ছিল 'আত-তাহিরা' তথা নিষ্কলুষ

ও পবিত্রা। বয়স ও বুদ্ধি হওয়ার পর পুতঃপবিত্র চরিত্রের জন্য এ উপাধি পান তিনি। তাহলে ইসলামের ছায়াতলে তার মর্যাদা, গুণ ও কীর্তি কী পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে!

সেই ঘোর দুর্দিনে ইসলামের জন্য তিনি যে শক্তি যুগিয়েছেন চিরদিন তা অম্লান হয়ে থাকবে। ইসলামের সেই সূচনা লগ্নে প্রকৃতপক্ষেই তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরামর্শদাত্রী ও সাহায্যকারিণী। নিজের সব ধন-সম্পদ ও অর্থ-বিত্ত উজাড় করে দেন প্রিয়তম নবীর তরে। দ্বীনের দাওয়াতের জন্য সর্বাঙ্গিন সহযোগিতা হাত খুলে দেন। দ্বীনের খাতিরে এমন কষ্ট-ত্যাগ স্বীকার করেন যে, সাত আসমানের ওপর হতে মহান প্রভুর পক্ষ থেকে তিনি সালামপ্রাপ্তার অধিকারিণী হন। শুধু তাই নয়; তাকে জান্নাতে মণি-মুক্তার তৈরি এমন একটি বাড়ির সুসংবাদ দেওয়া হয়—যাতে নেই কোনো চিৎকার-শোরগোল এবং ক্লান্তি বা কষ্টের লেশ।

হ্যাঁ, তিনি বিশ্বের সকল নারীর নেত্রী এবং সায়্যিদুল আউয়ালীন ওয়াল আখিরীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রী খাদীজা রা.। ঈমান, পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা, মহানুভবতা, আভিজাত্য, দয়া, অনুগ্রহ ও বিশ্বস্ততার আকাশে তিনি এক আলোকোজ্জ্বল তারকা, জ্যোতির্ময় নক্ষত্র।

এই মর্যাদা ধন-সম্পদ দ্বারা উপার্জন সম্ভব নয়। এ এমন এক মহান কীর্তি—যুগ-যুগান্তরে যার দীপ্তিতে আলোকময় হয়ে ওঠে বিশ্বজগত। জীবতেরা যাঁর আলোচনায় জীবন পার করে দেয়। যাঁর গুণ ও কীর্তির আলোচনায় জাগ্রত হয় চেতনা। যাঁর জীবনাচার জ্ঞানীদের জন্য নিয়ে আসে প্রভূত কল্যাণের খোরাক। মহান প্রতিপালকের দোহাই! বলুন, এটিই কি জীবনের স্বার্থকতা নয়?

মুমিন নারীদের প্রথম অকৃত্রিম বন্ধু খাদীজা রা. কেবল সকল মুমিনদেরই জননী নন; বরং তিনি সকল মর্যাদা, গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বেরও জননী। কিয়ামত অবধি প্রত্যেক একত্ববাদীর কাঁধেই রয়েছে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও দাবি। আমরা কি আমাদের মায়ের অগুণতি হক হতে কিঞ্চিত হকও অস্বীকার করার স্পর্ধা দেখাতে পারব?[৩]

---

[৩] *নিসাউ আহলিল বাইত*, পৃ. ৬৭।

আল্লাহর শপথ! এই মহীয়সী জননীর ঘটনাবলী আমাদের আত্মার ব্যাধির উপশম ও দোষ-ত্রুটি হতে নিষ্কৃতির মহাটনিক। আমাদের পঙ্কিল আত্মা সতেজ হবে তার জীবনীপাঠে। তার পদাঙ্ক অনুসরণে আমরা পেতে পারি সৌভাগ্যের সোনালী সোপান। তার নৈতিক গুণাবলি ও মহৎ কার্যাবলীর শিক্ষায় আমরা পাবো সচ্চরিত্রের দীক্ষা এবং সামগ্রিক জীবনাচারের উত্তম আদর্শ।

আসুন, আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে এই মহীয়সী মায়ের মান-মর্যাদার মহত্ত্ব জেনে আমাদের আত্মাকে জাগিয়ে তুলি। মনোহর সুবাসে ভরা তার পবিত্র জীবনধারা আমাদের কন্যা, জায়া ও জননীদের জন্য নিয়ে আসবে অনুপম দৃষ্টান্ত ও অবিস্মরণীয় শিক্ষা।

কে এই খাদীজা?

তিনি উম্মুল মুমিনীন এবং নিজ সময়ের বিশ্বের সকল নারীর নেত্রী উম্মুল কাসিম খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যা ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব আল কারশিয়্যাহ আল আসাদিয়্যাহ। রাসূলের সন্তানের মা। প্রথম ব্যক্তি—যিনি তার ওপর ঈমান এনেছেন এবং তাকে সত্যবাদী হিসেবে মেনে নিয়েছেন সবার আগে।

গুণগুচ্ছ : একজন মানুষের মাঝে যত গুণ, কৃতিত্ব ও মহত্ত্ব থাকতে পারে তার সবই সমাবেশ ঘটেছিল খাদীজা রা.-এর মাঝে। একাধারে তিনি ছিলেন মহীয়সী বুদ্ধিমতি, নিষ্কলুষ ও মহানুভব। দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তার প্রশংসা করেছেন। সকল উম্মুল মুমিনীনের মাঝে তিনি সবার শ্রেষ্ঠ। তার সম্মান বর্ণনাতীত। এ ব্যাপারে আয়েশা রা. বলেন,

مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا

> আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য কোনো স্ত্রীর ব্যাপারে এত ঈর্ষা পোষণ করিনি, যতটুকু খাদীজা রা.-এর প্রতি করেছি। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আলোচনা বেশি করতেন।[৪]

[৪] *সহীহ*, বুখারী, হাদীস নং ৩৮১৭; *সহীহ*, মুসলিম, হাদীস নং ২৪৩৫।

তাঁর ফযীলত অনেক। তার সময়ের বিশ্বের সকল নারীর নেত্রী। যে সকল নারী (বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায়) পূর্ণতা লাভ করেছেন, তিনি তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, অতি সম্মানিতা, ধর্মপরায়ণা, নিস্কলুষ চরিত্রের অধকারিণী এক ভদ্রমহিলা। তিনি জান্নাতের অধিকারিণী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং অন্য বিবিগণের ওপর তার প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তার প্রতি অতিমাত্রায় সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তিনি তার পূর্বে এবং তার জীবদ্দশায় দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একাধিক সন্তানের জননী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বোত্তম জীবনসঙ্গিনী। তাকে হারিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েন। নিজের ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ব্যয় করেছেন, আর রাসূল তার ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। আল্লাহপাক তার নবীর মাধ্যমে তাকে জান্নাতের মণি-মুক্তার তৈরি একটি বাড়ির সুসংবাদ দান করেছেন।

যুবাইর ইবনে বাক্কার বলেন, খাদীজাকে জাহেলী যুগে 'তাহেরা' তথা তথা নিষ্কলুষ ও পবিত্রা নামে ডাকা হতো। তার মায়ের নাম ফাতিমা বিনতে যায়িদা আল আমিরিয়্যা।

আবু হালা ইবনে যুরারা আত-তামীমীর সাথে খাদীজার প্রথম বিয়ে হয়। আবু হালার মৃত্যুর পর আতীক ইবনে আবিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে মাখযূমের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিয়ে করেন। তাদের উভয়ের মাঝে বয়সের ব্যবধান ছিল পনেরো বছর। খাদীজা ছিলেন বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে পনেরো বছরেরর বড়।[৫] মক্কায় তার জন্ম হয় 'আমুল ফীল' (হাতির বছর)-এর প্রায় পনেরো বছর পূর্বে।

স্বনির্ভরতা

পবিত্র আত্মা ও নির্মল মনের অধিকারিণী মহীয়সী এই মা জননী আত্মনির্ভরশীলার ব্যাপারটিও আলোচনার দাবি রাখে। অত্যন্ত সম্মানিত ও সম্পদশালী ব্যবসায়ী হিসেবে চারদিকে ছিল তার সুনাম। আল্লাহর ফযলে

[৫] *সিয়ারে আ'লামিন নুবালা*, ২/১০৯-১১১; ঈষৎ সংক্ষেপিত।

তার বাণিজ্য-সম্ভার সিরিয়া যেত এবং তার একার পণ্যসামগ্রী কুরাইশদের সকলের পণ্যের সমান হতো। এছাড়া অংশীদারী বা মজুরীর বিনিময়ে যোগ্য লোক নিয়োগ করে তিনি দেশ-বিদেশে মাল কেনাবেচা করতেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অপরাপর ধনীদের মতো অহঙ্কারী ছিলেন না। মনে মনে সব সময় তিনি এমন এক সত্যের সন্ধানে থাকতেন—পরবর্তী সময়ে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে পেয়ে যান। দাম্পত্য জীবনের অনুপম হৃদ্যতা ও সহমর্মিতায় পরবর্তী সময়ে যা হয়ে ওঠে এক কালজয়ী ইতিহাস। মহানুভবতা, আভিজাত্য, দয়া, অনুগ্রহ ও বিশ্বস্ততার এক অতুলনীয় আখ্যান গড়ে ওঠে তাদের দাম্পত্য জীবনে।

আবু হালা ইবনে যুরারা আত-তামীমীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর খাদীজা মনেপ্রাণে চাইতেন তার স্বামী সমাজের নেতৃত্বের আসন অলঙ্কৃত করুক; কিন্তু মৃত্যু নিভিয়ে দেয় তার আশার প্রদীপ। স্বামী মারা যান। মানুষের পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এরপর মেয়ে হিন্দার লালন-পালনে অধিক মনোযোগ দেন খাদীজা রা.। এরপর কুরাইশের মর্যাদাসম্পন্ন যুবক আতীক ইবনে আবিদ ইবনে আবদুল্লাহ আলমাখযূমী তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। উভয়ের বিয়ে হয়; কিন্তু দুঃখজনকভাবে তাদের এই দাম্পত্যকাল দীর্ঘায়িত হয়নি। এরপর অনেক দিন একাকী বসবাস করতে থাকেন খাদীজা। তিনি মনে মনে খুঁজছিলেন জাতির একজন পরম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। অতীত তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি ভুলে যেতে চান। পুরোদমে মনোনিবেশ করেন ব্যবসায়। অবশ্য অভিজাত ও বিত্তবান ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি আগে থেকেই বেশ পরিচিত। এক সময় তার মনে উঁকি দিতে থাকে সৌভাগ্যের আলোকরেখা।

স্বপ্নে স্বপ্ন-পুরুষের সন্ধান

খাদীজা ছিলেন অত্যন্ত সাহসী নারী। বেশ আবেগী, সহানুভূতিশীল ও উদ্দীপ্ত তার মন-মানস। খুবই দিলখোলা ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারিণী তিনি। দয়া, অনুগ্রহ ও নিষ্কলুষতার কমতি ছিল না তার মাঝে। সে যুগের নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজা রা.-এর অবস্থান এতটাই প্রিয় ও সম্মানিত ছিল যে, পূর্ণতা ও উচ্চ মর্যাদার ক্ষেত্রে ছিলেন অনুপম। সমকালীন কুরাইশ নারীদের মাঝে ইতোপূর্বে তিনি 'তাহেরা' উপাধিতে ভূষিত।[৬] এসব গুণই তাকে জগতবাসীর মাঝে এক মহিমান্বিত আসনে দাঁড় করিয়েছিল।

[৬] *সিয়ারে আ'লামিন নুবালা*, ২/১১১।

খাদীজার জ্ঞানবৃদ্ধ এক চাচাতো ভাই ছিলেন ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল। পার্থিব ও ধর্মীয় জ্ঞানে তিনি সমস্ত আরবে বিখ্যাত এবং সর্বজনমান্য ছিলেন। তার কাছে খাদীজা রা. পূর্ববর্তী নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম, দ্বীন ও আসমানী গ্রন্থের বিভিন্ন ঘটনা শুনতেন।

আকাশের তারা উধাও হওয়া এক রাত। চারদিকে ছেয়ে আছে নিকষ কালো অন্ধকার। খাদীজা কাবা শরীফ তাওয়াফ করে নিজ ঘরে বসলেন। এক সময় ঘুমের বিছানায় গা এলিয়ে দেন। অকস্মাৎ ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে তিনি দেখতে পান—আকাশ হতে তার কোলে একটি চাঁদ নেমে এসেছে এবং এতে ঘরের চারদিক অত্যধিক আলোকিত হয়ে উঠল।

তৎক্ষণাৎ ঘুম ভেঙে যায় খাদীজার। তিনি বিচলিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকেন। রাতের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে গেলে ভোরে তিনি সোজা চলে যান ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের কাছে। সেই স্বপ্নের কথা তার চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফলের কাছে বর্ণনা করেন। সবিস্তার স্বপ্নের ঘটনা শুনে ওয়ারাকা বিন নাওফেল বলল, সুসংবাদ তোমার জন্য, হে চাচাতো বোন! তুমি যদি সত্যিকার এমন দেখে থাক, তবে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো—শেষ যুগে এক রাসূলের আবির্ভাব ঘটবে এবং তার সাথে তোমার বিবাহ হবে। তার দ্বারা তোমার ঘর আলোকিত হবে। নবীর আগমনের ধারাবাহিকতা শেষ হবে তার মাধ্যমে।

আল্লাহু আকবার! এ কী শুনলেন খাদীজা! কী বলছে তার চাচাতো ভাই! হচকিত হয়ে পড়েন খাদীজা। তার সারা শরীরে অদ্ভুত শিহরণ! আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রীতি ও ভালোবাসার ঢেউ খেলতে থাকে তার মনমুকুরে। এই অপ্রার্থিব আশা বুকে নিয়ে অধির আগ্রহে দিন কাটাতে থাকেন খাদীজা। স্বপ্নের ব্যাখ্যার বাস্তবায়ন দেখার সেই সোনালী দিনটির অপেক্ষা করতে লাগলেন। কখন তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন হবে! কে সেই জগৎ আলোকিতকারী মানবতার সর্বোত্তম মহাপুরুষ? এই অপেক্ষায় তিনি অধিকহারে সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করতে থাকেন।

কুরাইশের নেতৃস্থানীয় যুবকেরা যখন খাদীজার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছিল, তখন স্বপ্নে দেখা সেই মহারহস্যের উদ্ঘাটনে তিনি বার বার পিছু হঠতে থাকেন। ভাবতে থাকেন ধর্মীয় জ্ঞানে গোটা আরবে বিখ্যাত এবং সর্বজনমান্য তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের মুখে শোনা ব্যাখার কথা।